BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

বুগাবুগা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জাফর ইকবাল–এর
প্রথম শিশুতোষ বই

বুগাবুগা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুগাবুগা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

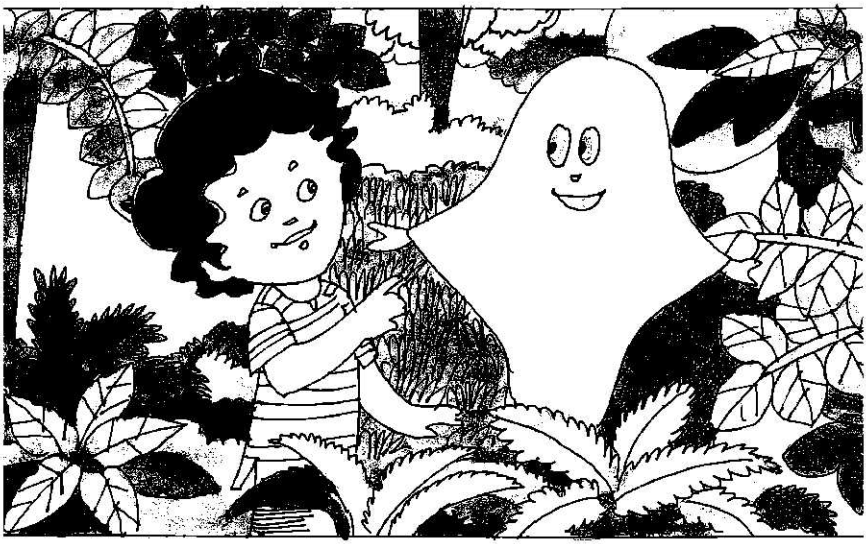

সূচীপত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

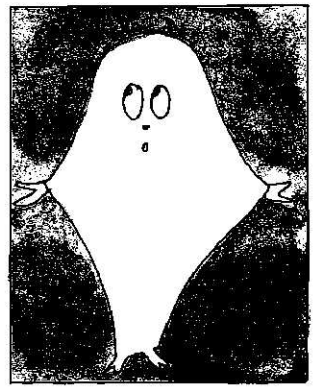

বুগাবুগা

একটা ছিল অনেক বড় জংগল। সেই জংগলে ছিল একটা বড় গাব গাছ। সেই গাব গাছে থাকত একটা ছোট ভূত। সেই ভূতটার নাম ছিল বুগাবুগা। বুগাবুগার কোন বন্ধু ছিল না, তাই তার খেলতে হত একা একা। একা একা খেলতে কি কারো ভাল লাগে? বুগাবুগারও তাই একটুও ভাল লাগত না। সে সবসময় একজন বন্ধু খুঁজে বেড়াত। কিন্তু ভূতের বন্ধু পাওয়া কি এতই সোজা?

একদিন বুগাবুগা তার গাব গাছে পা ঝুলিয়ে বসে আছে হঠাৎ দেখে জংগলের পাশে দিয়ে একটি ছোট ছেলে হেঁটে যাচ্ছে। বুগাবুগা আগে কখনো কোন মানুষ দেখে নি, তাই প্রথমে সে একটু ভয় পেল। কিন্তু একটা ছোট ছেলেকে দেখে তো কেউ আর ভয় পায় না তাই তার ভয় বেশীক্ষন থকল না। বুগাবুগা ছেলেটাকে ভাল করে দেখার জন্যে গাছ থেকে এক লাফ দিয়ে নিচে নেমে এল, তারপর বাতাসে একটা ডিগবাজী দিয়ে সে দাড়াল ছেলেটার সামনে।

ছেলেটা বুগাবুগাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিল সে। তাই শুনে বুগাবুগাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, সে আরো জোরে চিৎকার দিল। সেটা শুনে ছেলেটা আরো বেশী ভয় পেয়ে গেল সে আরো জোরে চিৎকার দিল। তারপর দুজনে মিলে চিৎকার করতে থাকল।

একটু পরে দুজনেই একটু শান্ত হল। তখন ছেলেটা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

বুগাবুগা বলল, "আমার নাম বুগাবুগা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি খিক খিক করে হেসে বলল, "বুগাবুগা কি কখনো মানুষের নাম হয়?"

বুগাবুগা একটু রাগ হয়ে বলল, "আমি মোটেও মানুষ না। আমি ভূত। তুমি কে?"

ছেলেটা বলল, "আমার নাম সাগর।"

শুনে বুগাবুগা হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

সাগর বলল, "তুমি হাসছ কেন?"

বুগাবুগা হাসি থামিয়ে কোন রকমে বলল, "কি অদ্ভূত নাম! সাগর কখনো কি ভূতের নাম হয়? হি হি হি।"

সাগর বলল, "আমি ভূত না, আমি মানুষ।"

বুগাবুগা বলল, "তাই তোমার চেহারা এরকম অদ্ভূত! এখন আমি বুঝতে পারলাম।"

শুনে সাগরের একটু রাগ হল কিন্তু তবু সে কিছু বলল না। ভূতের বাচ্চার উপরে রাগ করে তো আর কোন লাভ নেই।

বুগাবুগা বলল, "চল আমরা দুজনে খেলি।"

সাগর বলল, "ঠিক আছে। তুমি কি খেলতে চাও?"

বুগাবুগা একটু ভেবে বলল, "চল আমরা ঐ তাল গাছের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ি।"

সাগর বলল, "আমি তো এত উচু তাল গাছ থেকে লাফ দিতে পারব না।"

"তাহলে চল আমরা গাব গাছটাকে ঝাকাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

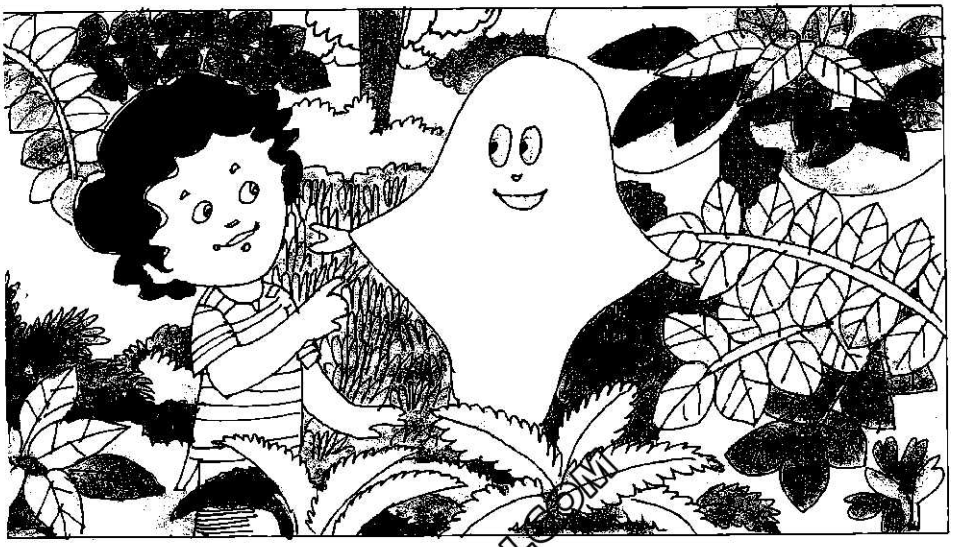

সাগর বড় গাব গাছটা এক নজর দেখে বলল, "আমি তো এত মোটা গাব গাছ ঝাকাতে পারব না।"

বুগাবুগা বলল, "তাহলে চল আমরা ঐ ডোবার মাঝে ঝাপ দিই।"

সাগর এঁদো ডোবাটা দেখে মাথা নেড়ে বলল, "না, এ পচা ডোবায় আমি নামছি না।"

বুগাবুগা বলল, "তাহলে চল আমরা ব্যঙ ধরে ধরে খাই।"

সাগর মুখ কুচকে বলল, "না, আমি ব্যঙ ধরে ধরে খাব না।"

বুগাবুগা বলল, "তাহলে চল আমরা বাতাসের মাঝে ডিগবাজী দিই।"

সাগর মাথা চুলকে বলল, "আমি তো বাতাসে ডিগবাজী দিতে পারি না।"

বুগাবুগা বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি দেখি কিছুই করতে পার না। ডিগবাজী দেওয়া এত সহজ সেটাও তুমি পার না।"

সাগর বলল, "আমি ডিগবাজী ঠিকই দিতে পারি, কিন্তু বাতাসে ডিগবাজী দিতে পারি না।"

"তুমি কোথায় ডিগবাজী দিতে পার?"

"আমি শুধু বিছানায় ডিগবাজী দিতে পারি।"

"বিছানা?" বুগাবুগা অবাক হয়ে বলল, "বিছানাটা আবার কি জিনিষ?"

"যেখানে আমরা ঘুমাই সেটা হচ্ছে বিছানা। তুমি কখনো বিছানা দেখ নি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুগাবুগা মাথা নেড়ে বলল, "না। আমি গাব গাছের ডালে ঘুমাই।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বুগাবুগা বলল, "বিছানা দেখতে কি রকম হয়? আমাকে তোমার বিছানাটা দেখাবে?"

সাগর বলল, "তাহলে তো তোমাকে আমার বাসায় যেতে হবে।"

"বাসা? সেটা আবার কি?"

সাগর বলল, "যেখানে আমরা থাকি সেটা হচ্ছে বাসা।"

বুগাবুগা বলল, "আমি তো বাসায় থাকি না, আমি থাকি গাব গাছে। বাসা দেখতে কি রকম হয়?"

সাগর মাথা চুলকে বলল, "বাসা দেখতে হয় বাসার মতন, দরজা থাকে, জানালা থাকে, উপরে ছাদ থাকে।"

বুগাবুগা বলল, "আমাকে তোমার বাসাটা দেখাবে?"

সাগর বলল, "হ্যাঁ, দেখাব। কিন্তু তাহলে তো তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।"

বুগাবুগা বলল, "আমি যাব তোমার সাথে।"

"চল তাহলে যাই।"

তখন সাগর আর বুগাবুগা রওনা হল বাসার দিকে। একটু গিয়েই সাগরের একটা কথা মনে হল। সে থেমে বলল, "বুগাবুগা, একটা কিন্তু ঝামেলা হতে পারে।"

বুগাবুগা জিজ্ঞেস করল, "কি ঝামেলা?"

"আমার বাসায় কেউ তো আগে ভূত দেখে নি, তোমাকে দেখে তাই সবাই ভয় পেতে পারে।"

"ভয়?" বুগাবুগা অবাক হয়ে বলল, "আমাকে দেখে কেন ভয় পাবে?"

"তোমার চেহারাটা তো অনেক—" সাগর বলতে গিয়ে থেমে গেল, কাউকে তো বলতে হয় না যে তার চেহারা খারাপ।

"আমার চেহারাটা অনেক কী?"

"তোমার চেহারা তো অন্য রকম, দেখে কারো অভ্যাস নেই। তাই সবাই ভয় পেতে পারে।"

"তাহলে কি হবে?" বুগাবুগা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

সাগর বলল, "তোমার চেহারা যদি একটু পাল্টে দেয়া যেত—"

বুগাবুগা হঠাৎ লাফ দিয়ে বলল, "হো হো! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আমি তো চেহারা পাল্টে ফেলতে পারি।"

সাগর খুশী হয়ে বলল, "তাহলে তো আর কোন ঝামেলাই নেই। তুমি তোমার চেহারাটা পাল্টে ফেল, যেন কেউ আর ভয় না পায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুগাবুগা তার চেহারাটা পাল্টে ফেলল, রংটা হল সবুজ, চোখগুলি লাল আর বড় বড় দাঁত। সে দেখতে হল এত ভয়ংকর যে সাগর পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল তাকে দেখে।

সাগর তাড়াতাড়ি বলল, "না না অন্য রকম চেহারা কর, তোমাকে দেখে আরো বেশী ভয় লাগছে।"

বুগাবুগা আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলল, এবারে তার গায়ের রং হল কুচকুচে কাল, মাথার মাঝে শিং, আর সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম।

সাগর ভয় পেয়ে বলল, "না না না এটাও হল না।"

বুগাবুগা আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলল, এবারে বড় বড় চোখ আর লম্বা লম্বা কান, হাতের মাঝে লম্বা নোখ।

সাগর বলল, "না, এখনো হল না।"

বুগাবুগা বলল, "তুমি যদি চাও তাহলে আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি।"

সাগর খুশী হয়ে বলল, "হ্যাঁ সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল, তাহলে কেউ তোমাকে দেখতে পারবে না, আর ভয়ও পাবে না।"

বুগাবুগা তখন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাগর বলল, "বুগাবুগা তুমি আমার সার্টের পকেটে ঢুকে যাও।" বুগাবুগা সাগরের সার্টের পকেটে ঢুকে গেল।

সাগর বলল, "বাসায় গিয়ে তুমি কিন্তু কারো সামনে একটা কথাও বলবে না।"

বুগাবুগা বলল, "ঠিক আছে কোন কথা বলব না।"

সাগর বাসায় আসতেই তার আম্মা বললেন, "সাগর হাতমুখ ধুয়ে আস। কিছু একটা খাও।"

সাগর হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল সবার সাথে। হঠাৎ তার আম্মা বললেন, "আরে সাগর তোমার সার্টটা এত ময়লা হল কেমন করে? খুলে দাও দেখি, ধুয়ে দিই।"

সাগরের সার্টের পকেটে বুগাবুগা বসে আছে অদৃশ্য হয়ে, সাগর তাই বলল, "আম্মা, আজকে এই সার্টটা না ধুলে কেমন হয়?"

আম্মা বললেন, "না না, খুলে দাও এই সার্ট। সব কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছি সাবান দিয়ে, এটাও ভিজিয়ে দেব।"

সাগর কিছু বলার আগেই আম্মা তার সার্ট খুলে নিলেন। তারপর সেটাকে যেই পানিতে ভিজাবেন হঠাৎ শুনলেন সার্টটা থেকে কে জানি বলছে, "না, না, না, আমাকে পানিতে ভিজাবেন না!"

আম্মা চিৎকার করে সার্টটা ফেলে দিলেন নিচে। বললেন, "ও, মা! সার্টটা কথা বলছে কেমন করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাগর সবই বুঝতে পারল সাথে সাথে। সে ছুটে গিয়ে বলল, "আম্মা, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ঠিক করে দিই এই সার্ট।"

তখন সে ফিসফিস করে বলল, "বুগাবুগা, তুমি পকেট থেকে বের হয়ে টেবিলের উপরে গ্লাশটাতে ঢুকে যাও।"

বুগাবুগা তখন সার্টের পকেট থেকে বের হয়ে টেবিলে গ্লাশটার মাঝে ঢুকে গেল। সে অদৃশ্য হয়েছিল, তাই কেউ সেটা বুঝতেও পারল না।

আম্মা তখন সার্টটা ভিজিয়ে দিলেন পানিতে, সার্ট আর কোন কথা বলল না।

একটু পরে আব্বা পানি খাওয়ার জন্যে গ্লাশটা নিয়ে যেই তাতে পানি ঢালবেন, গ্লাশের ভিতর থেকে বুগাবুগা বলল, "না, না, পানি ঢালবেন না।"

আব্বা এত অবাক হলেন যে আরেকটু হলে গ্লাশটা ফেলেই দিচ্ছিলেন। আম্মা বললেন, "এখন দেখি গ্লাশটা কথা বলছে!"

সাগর বলল, "আমাকে গ্লাশটা দাও আমি ঠিক করে দিচ্ছি।" তখন সে ফিসফিস করে বলল, "ঐ দেখো মেঝের ওপর একটা বল। বুগাবুগা তুমি গ্লাশ থেকে বের হয়ে ঐ বলটার ভিতরে চলে যাও।"

বুগাবুগা তাড়াতাড়ি বলটার ভিতরে গিয়ে ঢুকে গেল।

ঠিক তখন সাগরের ছোট বোন মিলি এল ঘরে। তার সবচেয়ে ভাল লাগে বলটা দিয়ে খেলতে। সে বলটা তুলে ছুড়ে দিল উপরে। তখন সবাই শুনল বলটার ভিতরে কে জানি চিৎকার করে বলছে, "ও বাবাগো, ও মাগো-আমাকে আছাড় দিও না—"

বলটা যেই নীচে এসে পড়ল, বলটা আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "মেরে ফেলল, মেরে ফেলল আমাকে!"

আব্বা বললেন, "এটা কেমন ব্যাপার? কি হচ্ছে আজকে? সাগর, তুমি কি জান একবার সার্ট, একবার গ্লাশ, আরেকবার বল কেন কথা বলছে?"

সাগর বলল, "জানি।"

আম্মা বললেন, "বলো দেখি আমাদের।"

মিলি ঠিক তখন বলটা আবার ছুড়ে দিল উপরে, আর বলটা আবার ডাক ছেড়ে কাঁদল, "ও বাবাগো, ও মাগো, মেরে ফেলল আমাকে। একেবারে মেরে ফেলল!"

সাগর বলল, "মিলি তুমি বলটা আর ছুড়ে দিও না। বুগাবুগা ব্যথা পেতে পারে।"

আব্বা বললেন, "বুগাবুগা? সেটা আবার কি?"

সাগর বলল, "বুগাবুগা আমার বন্ধু। সে কিন্তু মানুষ না, সে ভূত। সে বাসা আর বিছানা দেখার জন্যে এসেছে আমার সাথে। তোমরা ভয় পাবে তাই সে অদৃশ্য হয়ে আছে।"

মিলি বলল, "আমি দেখতে চাই, দেখতে চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্মা বললেন, "আমিও দেখতে চাই।"

আব্বা বললেন, "আমি কখনো ভূত দেখি নি, তাই আমিও দেখতে চাই।"

সাগর বলল, "তোমরা ভয় পাবে না তো?"

সবাই বলল, "না ভয় পাব না।"

সাগর তখন বলল, "বুগাবুগা তুমি বের হয়ে আস, আর তোমাকে অদৃশ্য হয়ে থাকতে হবে না।"

তখন বুগাবুগা আস্তে আস্তে বল থেকে বের হয়ে এল। তাকে দেখে সবাই একটু ভয় পাচ্ছিল, তখন সাগর আবার বলল, "তোমরা ভয় পেয়ো না। বুগাবুগা খুব ভাল ভূত।"

তখন আর কেউ ভয় পেল না।

আম্মা বললেন, "বুগাবুগা, বাবা, তুমি কি কিছু খেতে চাও।"

বুগাবুগা বলল, "হ্যাঁ, আমার খুব খিদে লেগেছে।"

"কি খাবে তুমি?"

বুগাবুগা জিজ্ঞেস করল, "ব্যঙ কি আছে?"

আম্মা বললেন, "না ব্যঙ তো নেই। বিস্কুট আছে, খাবে তুমি?"

"হ্যাঁ, খাব।"

আম্মা তখন একটা প্লেটে করে তাকে কয়েকটা বিস্কুট দিলেন। বুগাবুগা বিস্কুটগুলি খেয়ে বলল, "অনেক মজা খেতে। ব্যঙ থেকেও বেশী মজা।"

আম্মা তখন তাকে আরো বিস্কুট খেতে দিলেন, সেগুলোও সে খেয়ে নিল। তারপর প্লেটটা তুলে সেটাকেও বিস্কুট মনে করে কচমচ করে খেয়ে বলল, "বড় বিস্কুটটা খেতে সবচেয়ে বেশী মজা।"

সাগর বলল, "ওটা বড় বিস্কুট না, ওটা প্লেট। প্লেট কেউ খায় না।"

বুগাবুগা বলল, "আমি খাই।"

তারপর সাগর বুগাবুগাকে ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে ওরা দুজন বিছানার মাঝে ডিগবাজী দিয়ে খেলল সারাদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিথি ও টিভি

তিথি যখন খুব ছোট ছিল তখন তার মেজাজ ছিল খুব গরম। কিছু একটা হলেই সে একেবারে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করতো—তখন তাকে শান্ত করা ছিল ভারি কঠিন। বিশেষ করে খেতে বসে হঠাৎ যদি কিছু নিয়ে রেগে যেতো তখন লাথি দিয়ে প্লেট উল্টে, গ্লাস ভেঙে, খাবার ছড়িয়ে একাকার করে ফেলতো। তিথির আম্মু তখন উপায় না দেখে খাওয়ার সময় হলেই তিথিকে টিভির সামনে বসিয়ে দিতেন। টিভিতে কিছু এটা হতে থাকতো, তিথি সেটা দেখে অবাক হয়ে মুখ হা করতো আর আম্মু তখন মুখে খাবার গুঁজে দিতেন, তিথি সেটা কপ করে গিলে ফেলতো।

AMARBOI.COM

সেই থেকে তিথির টিভি দেখা অভ্যাস হয়ে গেলো। এখন সে বড়ো হয়েছে, তার বয়স সাত, পড়ে ক্লাস টুতে—কিন্তু সে টিভি না দেখে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। প্রতিদিনই তার হিসেব করে টিভি দেখা চাই। দিনের বেলা সে কার্টুন দেখে, সন্ধ্যাবেলা দেখে নাটক, রাতের বেলা হাসির অনুষ্ঠান। তার সবচেয়ে ভালো লাগে বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে। টিভির সব বিজ্ঞাপন তার মুখস্থ, সুন্দর সুন্দর মেয়েরা আর ছেলেরা যখন নেচে নেচে কথা বলে তখন কে কী বলবে তিথি মুখস্থ বলে দিতে পারে। তাই প্রতিদিন দেখা যায়, সন্ধ্যাবেলা যখন পড়ার সময় হয়েছে তিথি তখন বইয়ের সামনে না বসে টিভির সামনে বসেছে। আব্বু বলছেন, "তিথি পড়তে বস।"

তিথি বলে, "এই তো আসছি আব্বু।"

খাবার সময় আম্মু বলেন, "খেতে আস তিথি।"

তিথি বলে, "এই আর একটু দেখে নেই আম্মু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

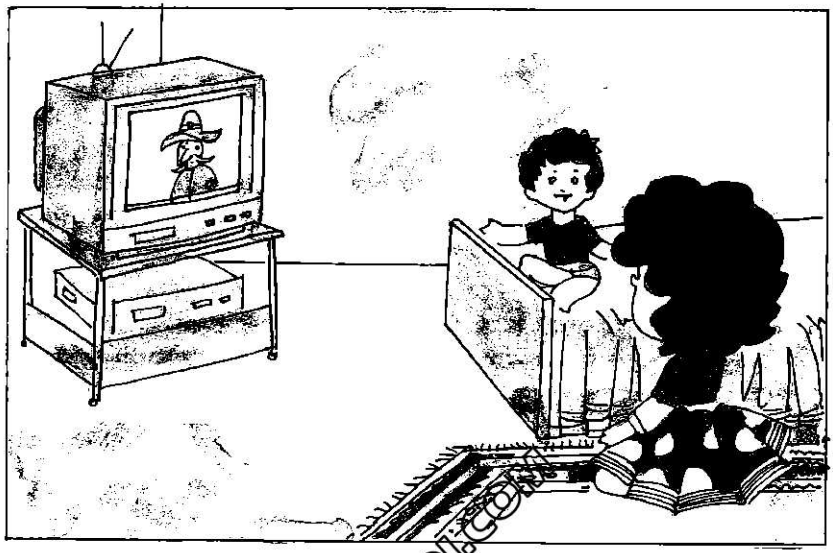

ঘুমানোর সময় তার ছোট ভাই সুজন বলে, "আপু ঘুমাতে আস।"

তিথি তখন তাকে ধমক দিয়ে বলে, "তুই ঘুমা গাধা কোথাকার, আমি এখন একটু টিভি দেখবো।"

এমনি করে আস্তে আস্তে তিথি আর টিভি মোটামুটি এক হয়ে গেলো, এমন অবস্থা যে তাদের আলাদা করা কঠিন।

তখন একদিন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটলো।

সেদিন দুপুরবেলা তিথির আম্মু ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে গেছেন। সুজন তার ঘরে খেলনা গাড়ি দিয়ে খেলছে, আব্বু অফিসে। তিথির তখন আটটা বড়ো বড়ো যোগ অঙ্ক করার কথা। সে ভাবলো অঙ্কগুলো করার আগে সে চট করে একটু টিভি দেখে নেবে।

ভলিউমটা কমিয়ে আস্তে করে সে সুইচটা অন করতেই দেখতে পেলো টেলিভিশনে একটি কার্টুন দেখাচ্ছে। এটা তার সবচেয়ে প্রিয় কার্টুন—এখানে দুজন খুব দুষ্টু মানুষ আছে, একজনের নাম ম্যাক্স আরেকজনের নাম রেক্স। তাদের বড়ো বড়ো গোঁফ আর কাউবয়ের মতো টুপি। তাদের হাতে থাকে বন্দুক। ম্যাক্স আর রেক্স দুজনে মিলে ধরার চেষ্টা করে পপ্পিনকে। পপ্পিন হচ্ছে তিথির বয়সী একটা ছেলে, তার মাথায় খুব বুদ্ধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাক্স আর রেক্স কখনো পপ্পিনকে ধরতে পারে না, পপ্পিন সব সময় বুদ্ধি করে পালিয়ে যায় আর তখন খুব মজার মজার ঘটনা ঘটে। সেগুলি দেখে তিথি হেসে কুটি কুটি হতে থাকে। আজকেও তাই হচ্ছে, পপ্পিন ছুটে যাচ্ছে—ম্যাক্স আর রেক্স কিছুতেই পপ্পিনকে ধরতে পারছে না। ছুটতে ছুটতে পপ্পিন একেবারে একটা পাহাড়ের কিনারায় চলে এলো, আর পালানোর জায়গা নেই। এদিকে ম্যাক্স আর রেক্স একেবারে কাছে চলে এসেছে। তাদের চোখমুখ লাল, হাতে বন্দুক। কী হয় দেখার জন্য তিথি একেবারে টিভির কাছে গিয়ে বসেছে। ঠিক তখন হঠাৎ একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটলো। পপ্পিন এদিক-সেদিক তাকিয়ে পালানোর কোন জায়গা না দেখে হঠাৎ টিভির ভিতর থেকে লাফিয়ে তিথিদের বসার ঘরে বের হয়ে এলো। অনেক জোরে লাফ দিয়েছিল বলে টাল সামলাতে না পেরে সে কার্পেটের ওপর একেবারে আছাড় খেয়ে পড়েছে। কোন মতে সোজা হয়ে দাড়িয়ে পপ্পিন ছুটে গিয়ে সোফার নিচে লুকিয়ে গেলো। এদিকে টিভিতে ম্যাক্স আর রেক্স পপ্পিনকে না দেখে খুব রেগে গেলো, এদিক-সেদিক তাকিয়ে বন্দুক দিয়ে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' করে কয়েকটা গুলি করে তারাও হঠাৎ টিভি থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে একেবারে তিথির সামনে হাজির হলো। টিভির ম্যাক্স আর রেক্সকে দেখলে সব সময় হাসি পায়, কিন্তু সামনা-সামনি দেখে ভয়ে তিথির একেবারে আত্মা উড়ে গেলো। ম্যাক্স কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, "পপ্পিন কোথায়?"

তিথি আরেকটু হলে বলেই দিচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই রেক্স তিথির চুলের মুঠি ধরে বললো, "পপ্পিনকে লাগবে না। একেই ধরে নিয়ে যাই।"

তিথি কিছু বলার আগেই ম্যাক্স আর রেক্স মিলে তিথিকে ধরে টেনে-হেঁচড়ে এক লাফে আবার টিভির ভিতরে ঢুকে গেলো।

প্রথমে তিথি ভেবেছিল সে বুঝি মরেই গেছে, একটু পরে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলো সে এখনো মরেনি। টিভির ভিতরে কী রকম হয় তার সব সময় দেখার শখ ছিল, আজকে দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। ভিতরে কার্টুনের ঘর, কার্টুনের রাস্তা, কার্টুনের গাছপালা। এক পাশে টিভির স্ক্রিন, সেদিক দিয়ে তাকালে তিথিদের বসার ঘর দেখা যায়। তিথি স্পষ্ট দেখলো, পপ্পিন সোফার নিচে থেকে বের হয়ে সোফাতে আরাম করে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তিথি প্রায় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠছিল তখন সে দেখেতে পেলো ম্যাক্স আর রেক্সকে। কী ভীষণ তাদের চেহারা আর চোখে মুখে কী ভয়ঙ্কর রাগ। বন্দুক তাক করে তার দিকে এগিয়ে আসছে, এই বুঝি গুলি করে দেয়। তিথী অনেক কার্টুন দেখেছে সে জানে এরকম সময় ছুটতে হয় তাই সে টিভির ভিতরে কার্টুনের রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করলো। ছুটতে ছুটতে সে মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ে আর তখন শুনেত পায় তাদের বসার ঘরে সোফার ওপর বসে পপ্পিন হি হি করে হাসছে, তিথির এমন রাগ হলো যে আর বলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

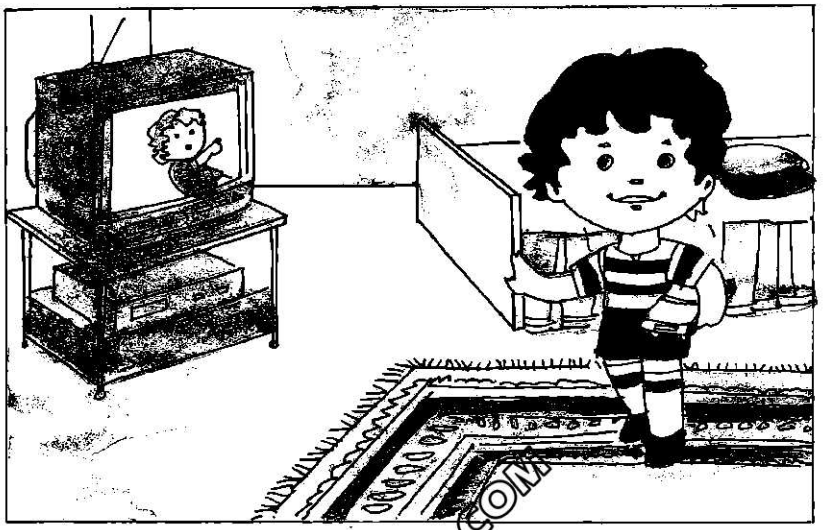

মতো নয় কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। ম্যাক্স আর রেক্স তাকে প্রায় ধরেই ফেলছিল তাই তিথি প্রাণপণে ছুটতে থাকে, সামনে একটা ঘর, লাফিয়ে সেই ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

তিথি জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার টিভির স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে বসার ঘরের দিকে তাকালো, পপ্পিন এখনো সোফায় বসে আছে। হঠাৎ কী দেখে পপ্পিন আবার ছুটে সোফার নিচে লুকিয়ে গেলো। তিথি তাকিয়ে দেখলো, তার ছোট ভাই সুজন খেলনা গাড়িটা হাতে নিয়ে ঢুকছে। সুজনকে দেখে তিথি চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগলো, কিন্তু ভলিউম কমিয়ে রাখা ছিল বলে সুজন কিছু শুনতে পেলো না। সুজন সোফায় বসে খেলনা গাড়ি নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ টিভির দিকে তাকিয়ে তিথিকে দেখতে পেলো, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে চিৎকার করে বললো, "আম্মু দেখে যাও কার্টুনে ঠিক তিথি আপুর মতো একটা মেয়েকে দেখাচ্ছে।"

তিথি তখন নিজের দিকে তাকালো, দেখলো সুজন ঠিকই বলেছে, সে আসলে সত্যিকারের তিথি নয়, কার্টুনের তিথি। টেলিভিশনের ভিতরে থাকলে সবাই নিশ্চয়ই এরকম থাকে, বের হতে পারলে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে দরজার বাইরে ম্যাক্স আর রেক্স চিৎকার করে দরজায় লাথি মারছে। মনে হয় এক্ষুণি দরজা ভেঙ্গে যাবে তখন তার কী অবস্থা হবে? তিথি তখন টিভির স্ক্রিন দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাফিয়ে বসার ঘরে বের হওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু শক্ত কাচের স্ক্রিনে ধাক্কা খেয়ে সে আবার ছিটকে পড়লো ঘরের ভিতরে। তাই দেখে সুজন হি হি করে হেসে বললো, "আম্মু দেখে যাও, কার্টুনে তিথি আপুর মতো মেয়েটা কী করছে।"

আম্মু আবার ঘুম ঘুম চোখে বললেন, "কেন জ্বালাতন করছিস? টিভিটা বন্ধ করে খেল গিয়ে।"

এদিকে ম্যাক্স আর রেক্স দরজা প্রায় ভেঙ্গে ফেলছে, তিথি টিভির স্ক্রিনে লাথি দিয়ে, থাবা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু বের হতে পারছে না। সুজন তার দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসছে। তিথির চোখে একেবারে পানি এসে গেলো, চিৎকার করে বললো, "আমি তিথি। আমি বের হবো।"

কিন্তু টিভির ভিলিউম কমিয়ে দেওয়া ছিল বলে সুজন তিথির কোন কথা শুনতে পেলো না। ঠিক তখন ম্যাক্স আর রেক্স লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ঘরের মাঝে ঢুকে গেলো। এরপর কী হতো কে জানে, কিন্তু তার আগেই সুজন সুইচ টিপে টিভিটা বন্ধ করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেলো। তিথি শুনলো ম্যাক্স আর রেক্স ফোঁস ফোঁস করে বলছে, "কোথায় গেছে পাজি মেয়েটা? গুলি করে ছাতু করে ফেলবো না!"

ঘুটঘুটে অন্ধকারে তিথি কতোক্ষণ চুপচাপ বসেছিল কে জানে, হঠাৎ শুনলো কে জানি ফিস ফিস করে বলছে, "এটা কে?"

গলার স্বর শুনে মনে হলো পপ্পিন। তাই তিথি ফিস ফিস করে বললো, "আমি তিথি।"

"সেরেছে! তুমি এখনো বের হওনি?"

"না। কিভাবে বের হবো"

"খুব মুশকিল। একবার চ্যানেল পাল্টে দিলে আর বের হতে পারবে না। এন্টেনার ফুটো দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।" পপ্পিন ফিস ফিস করে বললো, "আমি যেভাবে ঢুকেছি। আসো আমার সঙ্গে।"

ঘুটঘুটে অন্ধকারে পপ্পিনের হাত ধরে নানারকম গলি ঘুজি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোট একটা ফুটোর সামনে হাজির হলো তিথি। পপ্পিন বললো, "বের হয়ে যাও।"

তিথি তখন ছোট একটা ফুটো দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো, পপ্পিন দুই হাতে পেছন থেকে ঠেলতে লাগলো এবং হঠাৎ করে 'প্লপাৎ' শব্দ করে তিথি বের হয়ে এলো। কার্পেটের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে তিথির সে কী কান্না! কান্না শুনে ঘুম থেকে উঠে আম্মা ছুটে এলেন।

তিথি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, "আম্মু, আমাকে টিভির ভিতরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

সুজন মাথা নেড়ে বললো, "হ্যাঁ, আম্মু আমি দেখেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্মু সুজনের কান টেনে বললেন, "বাজে কথা বলবি তো কান টেনে ছিড়ে ফেলবো।"

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, তিথিকে এখন ধরে বেঁধেও টিভির সামনে নেওয়া যায় না। টিভি দেখে না বলে তিথির এখন অনেক সময়। পরীক্ষায় অঙ্কে একশর মাঝে পঁচানব্বই পেয়েছে, ইংরেজীতে বিরাশি। সময় কাটানোর জন্যে সে এখন গল্পের বই পড়ে। টিভিতে যে রকম সবকিছু দেখিয়ে দেওয়া হয় বইয়ে সে রকম না, বইয়ে শুধু বর্ণনা করে দেয়। বর্ণনাটা পড়ে পুরো ঘটনাটা কল্পনা করতে হয়।

তিথি দেখেছে কল্পনা করতে ভারি মজা। টিভির কার্টুন থেকেও একশ গুণ বেশী মজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্স্ট বয়

মামুন হচ্ছে তাদের ক্লাশের ফার্স্ট বয়। ফার্স্ট বয় হওয়া খুব কঠিন—তাই স্কুলে যখন বাইরে থেকে কেউ আসে তখন ক্লাশ টিচার মামুনকে দেখিয়ে বলেন, "এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট বয়।"

গর্বে তখন মামুনের বুক এক হাত ফুলে যায়।

মামুনের বাসায় যখন কেউ বেড়াতে আসে তখন মামুনের আব্বা আম্মাও মামুনকে দেখিয়ে বলেন, "এই যে আমাদের ছেলে মামুন, সে সবসময় পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়।"

সেটা শুনে মামুনের বুক দশ হাত ফুলে যায়।

রাস্তা দিয়ে মামুন যখন হেঁটে হেঁটে যায় তখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ফিস ফিস করে বলে, "এই যে মামুন ভাই যাচ্ছে। মামুন ভাই হচ্ছে ফার্স্ট বয়।"

সেটা শুনে মামুনের বুক একেবারে একশ হাত ফুলে যায়।

ফার্স্ট বয় হওয়া অবশ্যি খুব কঠিন কাজ, সেই জন্যে মামুনকে খুব কষ্ট করতে হয়। তার তিনজন প্রাইভেট স্যার আছেন তাদের কাছে বসে বসে তাকে অনেক কিছু মুখস্ত করতে হয়। বাংলা, অংক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল মুখস্ত করতে করতে মামুন অন্যকিছু করার সময় পায় না। রাত্রে ঘুমানোর সময় মামুন মাঝে মাঝে শুয়ে শুয়ে কল্পনা করে সে অনেক বড় হয়েছে আর সে অনেক মোটা মোটা কঠিন কঠিন বই মুখস্ত করে ফেলছে।

একবার মামুন তাদের ক্লাশের সব ছেলেমেয়ে আর স্যারদের সাথে গেল একটা শালবনে। সেখানে ছোট একটা নদী, নদীর তীরে পুতুলের বাসার মতো ছোট একটা ডাকবাংলো। সব ছেলে মেয়ে সেখানে হই চই করে ছোটাছুটি করতে লাগল, শুধু মামুন এক জায়গায় বসে থাকল—ফার্স্ট বয়দের শান্তশিষ্ট এবং চুপচাপ থাকতে হয়। আজকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

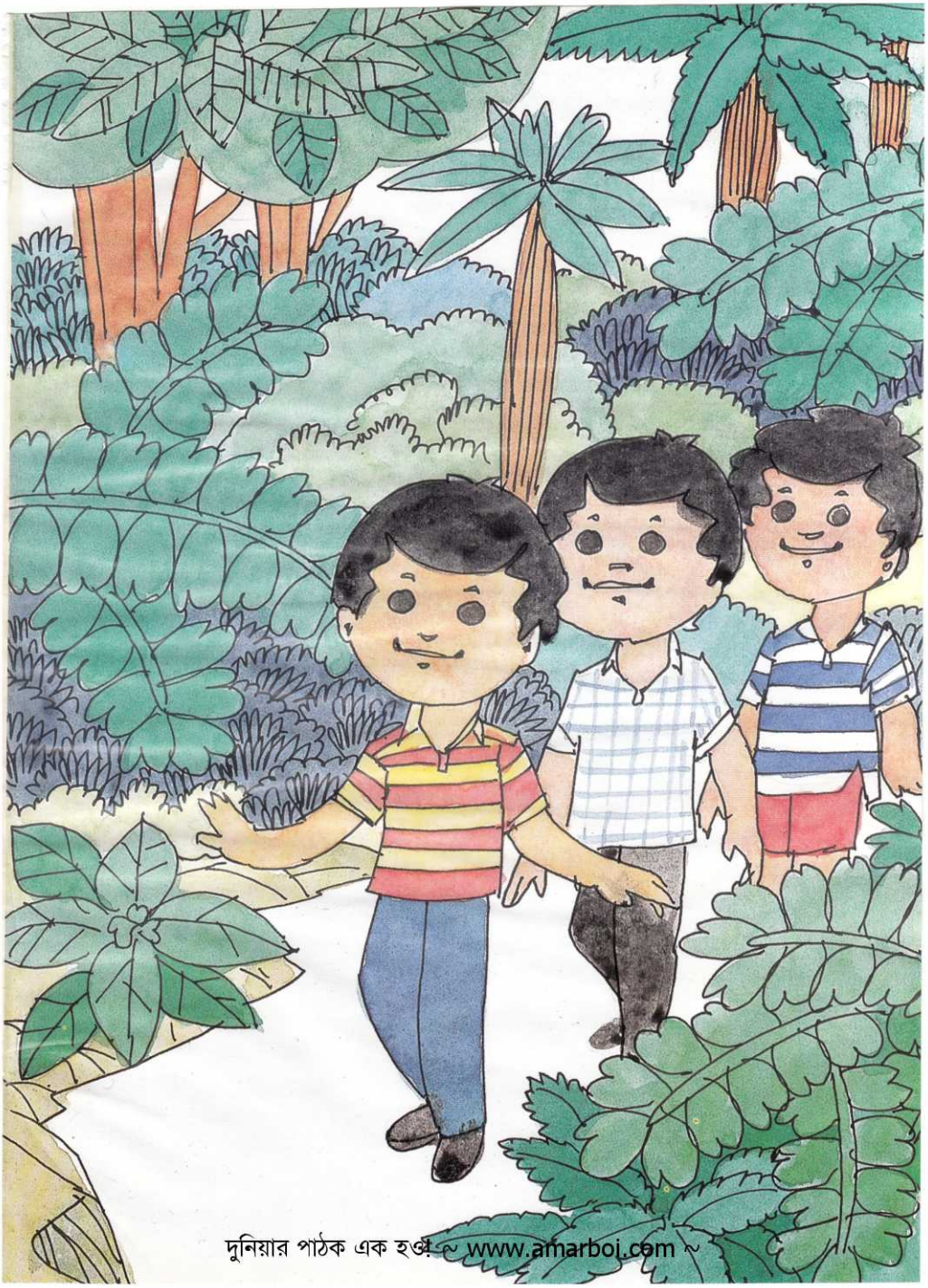

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় থাকলে তার প্রাইভেট টিউটরদের সামনে বসে বসে সে কমপক্ষে দশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করে ফেলতে পারত। কিন্তু এই শালবনে সে কিছুই করতে পারছে না।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর স্কুলের স্যার আর আপা সব ছেলে মেয়েদের নিয়ে হাঁটতে বের হলেন। প্রথমে তারা নদীর তীর ধরে হেঁটে গেল। তারপরে তারা শালবনে ঢুকে গেল—সেখানে দিনের বেলাতেই কেমন জানি সুমসাম অন্ধকার। শালবন থেকে বের হয়ে তারা একটা বড় খোলা জায়গায় এল। তখন তারা লক্ষ্য করল আকাশে হঠাৎ করে মেঘ জমেছে। সবাই মিলে আরো একটু এগুতেই শুনল আকাশে মেঘ গুড় গুড় করে ডাকতে শুরু করেছে।

স্কুলের স্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, "ঝড় আসছে। আমাদের এখনই ডাকবাংলাতে ফিরে যেতে হবে।"

স্যারের কথা শেষ হবার আগেই বাতাস বইতে শুরু করল। ধূলো উড়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। শুকনো পাতা খড়কুটো উড়তে শুরু করল আর তার মাঝে সবাই দৌড়াতে শুরু করল। মামুন হচ্ছে ক্লাশের ফার্স্ট বয়—সে কখনো দৌড়াদৌড়ি করে না কিন্তু এখন তাকেও ছুটতে হচ্ছে।

চেচামেচি চিৎকার করে সবাই ছুটছে, কে কোনদিকে যাচ্ছে ভাল করে কেউ বলতে পারছে না। তার মাঝে হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল, সেই বৃষ্টিতে সবাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল। মামুন শুনল, কে জানি বলছে, "ঐ যে সামনে গাছ, গাছের নিচে দাড়াও।"

দিনের বেলাতেই সন্ধ্যেবেলার মতো অন্ধকার, মামুন তার মাঝে তাকিয়ে দেখল সামনে একটা গাছ, সে দৌড়ে গিয়ে গাছের নিচে দাড়াল। প্রচণ্ড ঝড়ে তখন গাছের ডালগুলো ঝাপটা দিচ্ছে। মামুন প্রায় কেঁদেই ফেলছিল তখন তাকিয়ে দেখলো গাছের নিচে তারা মাত্র কয়েকজন। সে ভয় পেয়ে বলল, "অন্যেরা কোথায়? স্যার কোথায়? আপা কোথায়?"

কাছাকাছি একটা ছেলে দাড়িয়েছিল, তার নাম সুজন। সে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, "আমি তো জানি না।"

মামুন বলল, "আমরা কি হারিয়ে গেছি?"

সুজন মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "অন্য সবাই কোনদিকে গেছে?"

সুজন বলল, "এখন তো বলা যাবে না। আগে ঝড় কমুক।"

মামুন কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন খুব কাছে প্রচণ্ড শব্দ করে একটা বজ্রপাত হলো। এতো জোরে শব্দ হল যে মামুনের মনে হলো তার কানের পর্দা ফেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। সে তখন ভয়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

সুজন আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, একটু পরে পরে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সে তখন সবাইকে ডেকে বলল, "আমাদের এখনই এই গাছের নিচ থেকে চলে যেতে হবে।"

মামুন কাঁদতে কাঁদতে বলল "কেন?"

"যখন বজ্রপাত হয় তখন ফাঁকা জায়গায় গাছের নিচে থাকতে হয় না।"

"কেন থাকতে হয় না?"

"কারণ ফাঁকা জায়গায় যেটা সবচেয়ে উচু সেখানে বজ্রপাত হয়। এখানে এই গাছটা সবচেয়ে উঁচু, কাজেই এখানে বজ্রপাত হতে পারে।"

মামুন চোখ মুছে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

সুজন বলল, "আমি বইয়ে পড়েছি।"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন বইয়ে পড়েছ?"

সুজন একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আমি কত বই পড়েছি, তার কোনটাতে এটা পড়েছি মনে আছে নাকি?"

মামুন সুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল সে তার ক্লাশের অনেক বই মুখস্ত করেছে কিন্তু এর বাইরে কোন বই পড়ে নি। মামুন আবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কিন্তু তখন আবার খুব কাছে একটা বজ্রপাত হল। তখন সুজন সবাইকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "চল সবাই। মাঠের মাঝখানে গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে।"

সুজনের কথা শুনে সবাই দৌড়ে মাঠের মাঝখানে গিয়ে যখন কাদা এবং পানির মাঝে শুয়ে পড়েছে তখন প্রচণ্ড শব্দ করে ঝাপড়া গাছটার উপর বজ্রপাত হলো। তারা স্পষ্ট দেখতে পেল নীল বিজলি গাছটার উপরে এসে পড়েছে আর গাছের মাথায় দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেছে। মামুন বুঝতে পারল যদি তারা সুজনের কথা শুনে গাছের তলা থেকে বের হয়ে না আসতো তাহলে এতক্ষণ তারা কেউ বেঁচে থাকত না।

ঝড়টা যেরকম দেখতে দেখতে শুরু হয়েছিল ঠিক সেরকম দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। বৃষ্টি থেমে গেল এবং মেঘ কেটে আকাশও পরিস্কার হয়ে গেল। সবাই তখন কাদা এবং পানি থেকে উঠে দাড়াল। বৃষ্টিতে ভিজে কাদা মেখে সবাইকে ভূতের মত লাগছে। মামুন শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "এখন নিশ্চয়ই জ্বর উঠে যাবে।"

সুজন বলল, "জ্বর হচ্ছে জীবাণু কিংবা ভাইরাসের আক্রমণ। ভিজলে কোন জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণ হয় না। ভিজলে শীত লাগে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

সুজন বলল, "আমি বইয়ে পড়েছি।"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "কোন বইয়ে পড়েছ।"

সুজন বলল, "আমার মনে নাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন মনে মনে ভাবল, কী আশ্চর্য! মুখস্ত না করেই সুজন কত বই পড়েছে। কত কিছু জেনেছে।

তখন মামুন, সুজন এবং অন্য কয়েকজন হাঁটতে শুরু করল। কয়েক পা হেঁটে মামুন দাড়িয়ে গিয়ে বলল, "আমরা তো হারিয়ে গেছি। এখন আমাদের কী হবে? আমরা কেমন করে ডাকবাংলোয় যাব?"

সুজন বলল, "আমরা খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলব।"

মামুন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে খুঁজে বের করবে? তুমি কী এই জায়গা চিনো?"

"না চিনি না।"

"তাহলে?"

সুজন বলল, "কিন্তু আমরা চিন্তা করে করে বের করে ফেলব।"

"চিন্তাকরে?" মামুন অবাক হয়ে বলল, "মানুষ কেমন করে চিন্তা করে?"

মামুন ক্লাশের ফার্স্ট বয়। সবকিছু তার মুখস্ত থাকে, তাই কখনোই চিন্তা করতে হয় না। সে কখনোই কিছু নিয়ে চিন্তা করে নাই। কোন কিছু চিন্তা কেমন করে করতে হয় সে জানে না। সে অবাক হয়ে সুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুজন দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে দূরে কী দেখা যায়?"

"মামুন বলল, "নৌকা।"

"তার মানে আমরা আমাদের রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছি।"

"কেমন করে খুঁজে পেয়েছি?"

সুজন বলল, "কারণ নৌকা থাকে নদীতে। আর আমাদের ডাক বাংলোটা ছিল নদীর তীরে।"

মামুন মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু নদীর কোন দিকে? ডান দিকে না বাম দিকে?"

সুজন বলল, "মনে নাই আমরা যখন নদীর তীর ধরে হাঁটছিলাম তখন একটা গাছের গুড়ি আমাদের সামনে থেকে ভেসে এসেছিল?"

"হ্যাঁ, সেখানে একটা কাক বসেছিল।"

"তার মানে আমরা স্রোতের উল্টো দিকে হাঁটছিলাম। এখন নদীর কাছে গিয়ে স্রোতের দিকে হাঁটতে হবে।"

মামুন মাথা নাড়ল, সত্যিই তো, কী সহজ! চিন্তা করা ব্যাপারটা তো ভারী মজার। কতো কঠিন সমস্যা কত সহজে সমাধান করে ফেলা যায়।

তারা সবাই নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল, এবং সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকবাংলোতে এসে হাজির হল, সবাই সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা হারিয়ে গিয়েছিল বলে স্যার আর আপা যা ভয় পেয়েছিলেন সেটি আর বলার মতো নয়।

সেবার ফিরে এসে মামুন বই মুখস্ত করা ছেড়ে দিল। মুখস্ত করতে কী কষ্ট—কেন সে মিছিমিছি বই মুখস্ত করে নিজেকে কষ্ট দেবে? অথচ বই পড়তে কী মজা, পৃথিবীতে কতো মজার মজার বই আছে, কতো মজার মজার গল্প আছে, কতো মজার জিনিষ শেখার আছে, কতো কিছু করার আছে। সবকিছু ফেলে দিয়ে সে কী রকম বোকার মতো শুধু বই মুখস্ত করছিল। মিছিমিছি কতো সময় নষ্ট করেছে, আর সে সময় নষ্ট করবে না।

মনে হয় এই বছর সে পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারবে না। না পারলে নেই, সেটা নিয়ে মামুনের কোন চিন্তা নেই। কোন কিছু না জেনে না শিখে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কী হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

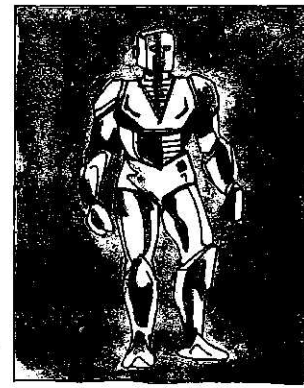

রবোটের খাওয়া দাওয়া

প্রফেসর পল মর্গেন আমেরিকার খুব বড় বিজ্ঞানী, একবার তিনি কয়েক বছর সময় নিয়ে একটা রবোট বানালেন। সেই রবোটের চকচকে হাত, চাকা লাগানো পা, টাইটেনিয়ামের খাড়া নাক আর সবুজ রংয়ের চোখ। এই রবোট নিয়ে পল মর্গেন আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, সিংগাপুর হয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে সেই রবোট নিয়ে বড় সেমিনার হল, সেখানে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও সেই রবোট দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

সেমিনার শেষ করে পল মর্গেন তার রবোট নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছেন তখন তার ফজলুর সাথে দেখা। ফজলুর বয়স মাত্র বারো কিন্তু এই বয়সেই তার মা আর বোনকে দেখে শুনে রাখতে হয়। সে স্কুলে যেতে পারে না সারাদিন টেম্পোর হেল্পার হয়ে কাজ করে। সেই ফজলুর পল মর্গানের সাথে রবোটকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "আরে বাবা! এটা আবার কী?"

প্রফেসর পল মর্গেন যেই দেশে যান সেই দেশের ভাষা শিখে ফেলেন, বাংলাদেশে এসেও একটু একটু বাংলা শিখে ফেলেছেন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বললেন, "ইহা হচ্ছে রবোট। আমেরিকা রবোট। রবোট অর্থ হয় যন্ত্র মানুষ।"

পল মর্গেনের বাংলা শুনে ফজলুর খুব হাসি পেয়ে গেল কিন্তু সে তবু হাসল না, বলল, "সত্যিকারের মানুষই তো আছে, যন্ত্রের মানুষের কী দরকার?"

পল মর্গেন বললেন, "ইহা রবোট মানুষের পরিমাণ কথা বলিতে পারে।"

ফজলু বলল, "আমিও তো কথা বলতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

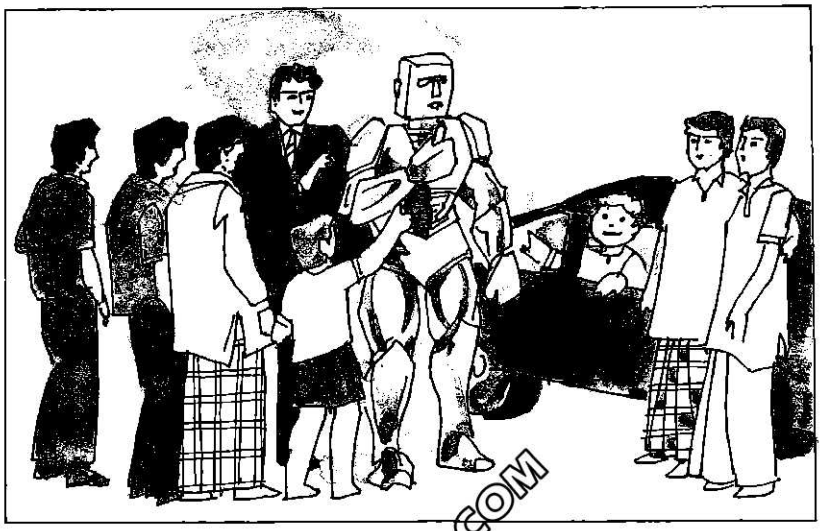

পল মর্গেন বললেন, "ইহা রবোট অনেক উন্নত আছে। ইহা অনেক কার্য করিতে পারে।"

ফজলু বলল, "আমিও তো অনেক কাজ করতে পারি।"

পল মর্গেন তখন মাথা চুলকে বললেন, "ইহা রবোট খাদ্য খেতে পারে।"

ফজলু তখন অবাক হয়ে বলল, "খেতে পারে?"

পল মর্গেন মাথা নেড়ে বললেন, "সমগ্র পৃথিবী মাঝে শুধু ইহা রবোট খাদ্য খাইতে পারে। ইহা রবোটের সিলিকনের দাঁত আছে, পলিমারের জিহ্বা আছে, যন্ত্র পরিমাণ মুখ আছে। খাবার দিলে ইহা রবোট কচমচ করিয়া খাওয়া করিতে পারে। ইহা অনেক উন্নত পরিমাণ রবোট আছে।"

ফজলু তখন অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! একটা যন্ত্রের মানুষ কিন্তু সেটা খেতে পারে!"

পল মর্গেন বললেন, "আপনি মানুষের বিশ্বাস না হইলে খাদ্য দিতে পারেন। ইহা রবোট খুব সুন্দর রকম কচমচ করিয়া খাওয়া করিবে।"

ফজলুর কাছে ছিল একটা কলা, সে তখন কলাটা রবোটের দিকে এগিয়ে দিল। রবোট তার চকচকে যন্ত্রের হাত দিয়ে কলাটা নিয়ে সবুজ রংয়ের চোখ দিয়ে ঘুরে ফিরে দেখল, টাইটেনিয়ামের নাক দিয়ে শুঁকল তারপর ঘরঘর শব্দ করে মুখ হা করে সিলিকনের দাঁত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে ছিলকে সহ কলাটা কচকচ করে খেয়ে ফেলল।

তাই দেখে ফজলু হি হি করে হেসে বলল, "আরে দেখো কী বোকা রবোট, ছিলকে সহ কলা খেয়ে ফেলছে।"

পল মর্গেন লজ্জা পেয়ে বলল, "ইহা রবোট আগে কখনো এই ফল খাদ্য করে নাই। তাই ইহা জানে না।"

ফজলু বলল, "তাহলে তাকে বলে দেন সবসময় যেন ছিলকেটা ফেলে দিয়ে খায়।"

পল মর্গেন তখন কুটুর মুটুর করে ইংরেজীতে রবোটটাকে বুঝিয়ে দিল যে ছিলকে ফেলে দিয়ে খেতে হয়। রবোটটা মাথা নেড়ে বলল, এখন থেকে সে ছিলকে ফেলে দিয়ে খাবে। আর কখনো এই ভুল হবে না।

ঠিক তখন সেদিক দিয়ে একটা ছোট মেয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিল, রবোট দেখে তারা দাড়িয়ে গেল। মেয়েটা গাড়ী থেকে মাথা বের করে বলল, "এটা কী?"

ফজলু বলল, "এইটাকে বলে রবোট। রবোট মানে হচ্ছে যন্ত্রের মানুষ। কিন্তু এর মাথায় বেশী বুদ্ধি নাই ছিলকে সহ কলা খেয়ে ফেলেছে।"

পল মর্গেন মাথা নেড়ে বললেন, "ইহা রবোট আর ছিলকে খাদ্য করিবে না। কখনো করিবে না।"

ছোট মেয়েটা বলল, "আমার টিফিনের বাক্সে আঙুর আছে। রবোট কি আঙুর খেতে পারবে?"

ফজলু বলল, "সেটা তো জানি না। দাও দেখি, খেতে পারে কী না।"

ছোট মেয়েটা তার টিফিনের বাক্স থেকে কয়েকটা আঙুর বের করে ফজলুর হাতে দিল। ফজলু সেখান থেকে একটা আঙুর রবোটকে দিয়ে বলল, "নাও এটা খাও।"

রবোটটা সাবধানে আঙুরটা হাতে নিয়ে তার সবুজ চোখ দিয়ে দেখল, টাইটেনিয়ামের নাক দিয়ে শুঁকে বলল, "আমি জানি সব সময় ছিলকে ফেলে খেতে হয়।"

তারপর সে তার গোবদা গোবদা আংগুল দিয়ে আঙুরটার ছিলকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। আঙুর এত ছোট যে তার ছিলকে তুলতে গিয়ে সেটা থেতলে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। ফজলু হেসে বলল, "ধূর বোকা! আঙুরের ছিলকে কী কেউ ফেলতে পারে? আঙুর খেতে হয় পুরোটা এক সাথে। এইভাবে–"

বলে ফজলু হাতের আঙুরগুলো মুখে ফেলে টপাটপ খেয়ে ফেলল। তাই দেখে রবোট তখন মাত্রা নেড়ে বলল, "বুঝেছি। এখন বুঝেছি। পুরোটা মুখে দিতে হয় একসাথে। তারপর কচ করে খেতে হয়।"

ঠিক তখন সেদিক দিয়ে একজন চিনাবাদাম ওয়ালা যাচ্ছিল। ভীড় দেখে সে দাড়িয়ে বলল, "এখানে কী হচ্ছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

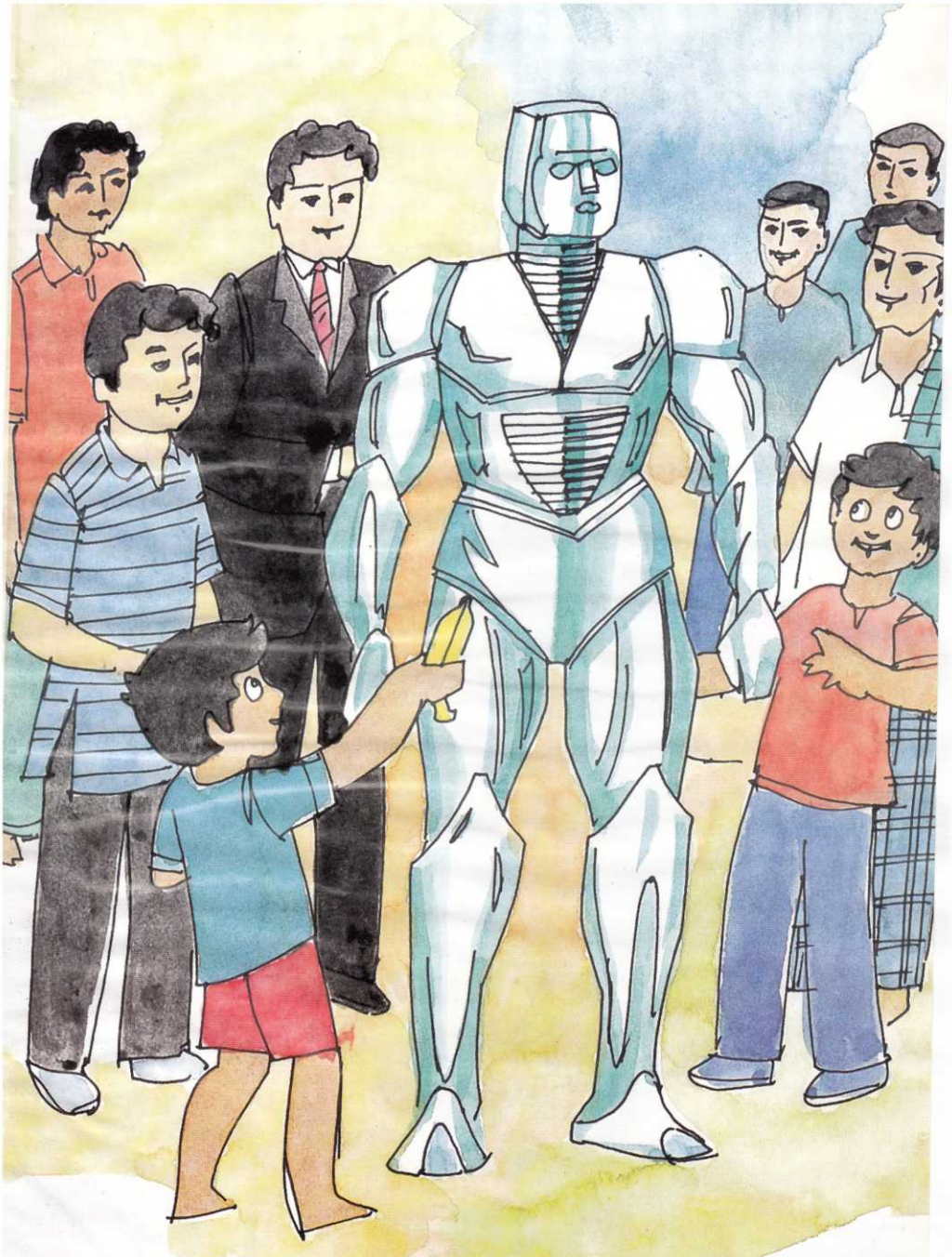

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজলু বলল, "এই যে এইটা রবোট। যার মানে হচ্ছে যন্ত্রের মানুষ। এটা সবকিছু খেতে পারে।"

চিনাবাদামওয়ালা বলল, "যাহ। সেটা কীভাবে হয়? যন্ত্রের কখনো মানুষ হয় না। আর হলেও তারা কিছু খেতে পারে না।"

ফজলু বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাকে কয়েকটা চিনাবাদাম দাও, দেখবে সেটা খাবে।"

চিনাবাদামওয়ালা তখন রবোটকে কয়েকটা চিনাবাদাম দিল। রবোট চিনাবাদামগুলো তার সবুজ চোখ দিয়ে দেখে বলল, এখন আর ভুল হবে না। কারণ আমি জানি পুরোটা মুখে দিতে হয় একসাথে, তারপর কচকচ করে খেতে হয়।"

পল মর্গেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই রবোটটা চিনাবাদামগুলো মুখে দিয়ে কুড়মুড় করে খোসা সহ খেয়ে ফেলল। যারা সেখানে ছিল তারা সবাই সেটা দেখে হো হো করে হেসে ফেলল।

রবোটেরা লজ্জা পায় না দেখে সে কোন লজ্জা পেল না কিন্তু পল মর্গান লজ্জায় একেবারে টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলেন। তিনি রাগ হয়ে বললেন, "ইহা রবোট বুদ্ধি হারাইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা রবোটের মাথায় ইলেকট্রিক কানেকশনে ভোল্টেজ পরিমাণে তারতম্য হইয়াছে।"

ফজলু বলল, "ওসব কিছু না। এই ব্যাটা জানে না। একে ভাল করে বলে দেন খোসা ফেলে দিয়ে খেতে হয়।"

রবোট জিজ্ঞেস করল, "খোসা কী?"

ফজলু বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "বাইরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে খোসা। সবসময়ে বাইরের খোসা ফেলে দিয়ে ভিতরেরটা খেতে হয়।"

রবোট মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি। আর ভুল হবে না। এখন থেকে বাইরেরটা ফেলে দিয়ে শুধু ভিতরেরটা খাব।"

ঠিক তখন রাস্তা দিয়ে পলিথিনের ব্যগ হাতে নিয়ে একটা মানুষ হেঁটে যাচ্ছিল। সে থেমে গিয়ে বলল, "এখানে কী হচ্ছে? এত ভীড় কেন?"

ফজলু বলল, "এটা হচ্ছে যন্ত্রের মানুষ—এটাকে বলে রবোট।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আমি জানি। আমি বইয়ে রবোটের কথা পড়েছি।"

ফজলু বলল, "এটা অন্য রকম রবোট। এটা খেতে পারে।"

মানুষটা বলল, "সত্যি?"

পল মর্গান মাথা নেড়ে বললেন, "ইহা সত্যি হয়। অনেক বেশী সত্যি হয়।"

মানুষটা বলল, "আমার মেয়ে বড়ই খেতে খুব পছন্দ করে তাই আমি এক কে. জি. বড়ই কিনে নিয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে একটা বড়ই দেই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজলু এক গাল হেসে বলল, "দেন। দেখবেন কত মজা হবে।"

মানুষটা তখন রবোটটাকে একটা বড়ই খেতে দিল, রবোট বড়ইটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, "আমি জানি এটা কীভাবে খেতে হয়। বাইরের খোসা ফেলে দিয়ে ভিতরেরটা খেতে হবে। আমার আর কোন ভুল হবে না।"

কেউ কিছু বলার আগেই রবোটটা বড়ইয়ের শাঁসটুকু ফেলে দিয়ে বিচিটা কোঁৎ করে গিলে ফেলল। সেটা দেখে সবাই হি হি হো হো হা হা করে হাসতে শুরু করল। ফজলু হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেয়ে বলল, "দেখো দেখো কী বোকা, বড়ইটা ফেলে বিচি খেয়ে ফেলেছে!"

পল মর্গেন এবারে তার রবোটের উপর একটু রেগে উঠলেন, চোখ মুখ লাল করে বললেন, "ইহা রবোট আজ অনেক বোকা হয়েছে।"

ফজলু বলল, "ঠিকই বলেছেন। আপনার এই রবোটের মাথায় বুদ্ধি শুদ্ধি নেই।

রবোট জিজ্ঞেস করল, "কেন? কী হয়েছে?"

ফজলু বলল, "কখনো বিচি খেতে হয় না। শাঁসটা খেয়ে বিচিটা ফেলে দিতে হয়।"

"বিচি ফেলে দিতে হয়?"

"হ্যাঁ। বিচি খেতে হয় না।"

রবোট বলল, "ঠিক আছে এখন থেকে আমি বাইরের শাঁসটা খাব। শাঁসটা খেয়ে বিচিটা ফেলে দেবে।"

পল মর্গেন রেগে মেগে কুটুর মুটুর করে ইংরেজীতে রবোটকে বললেন সে যদি আবার ভুল করে তাহলে তার সুইচ অফ করে দিয়ে ব্যাটারী খুলে নেবেন। সেটা শুনে রবোটটা খুব ভয় পেয়ে গেল, সে তার মাথা চেড়ে নেড়ে বলতে লাগল আর কখনো সে ভুল করবে না।

ঠিক এই সময় মাথায় ঝাকা করে একজন অনেকগুলো নারকেল নিয়ে যাচ্ছিল। পল মর্গেন দেখে বললেন, "এগুলো কী বস্তু হয়?"

ঝাকা মাথায় মানুষটা বলল, "এগুলো নারকেল।"

পল মর্গেন বললেন, "বাস্তবিক বিচিত্র। আমি ভাবনা করিয়াছিলাম ইহা হয় ফুটবল।"

ফজলু অবাক হয়ে বলল, "ফুটবল? ফুটবল তো গোল হয়।"

পল মর্গেন বললেন, "ফুটবল আমাদের দেশে গোল হয় না। ইহা ফুটবল আমাদের দেশে এই আকৃতির হয়।"

ফজলু বলল, "কী তাজ্জবের ব্যাপার।"

পল মর্গেন জিজ্ঞেষ করলেন, "ইহা নারকেল কী কাজে লাগে?"

ঝাকা মাথায় মানুষটা বলল, "নারকেল খায়।"

পল মর্গেন অবাক হয়ে বললেন, "ইহা খাদ্য হয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

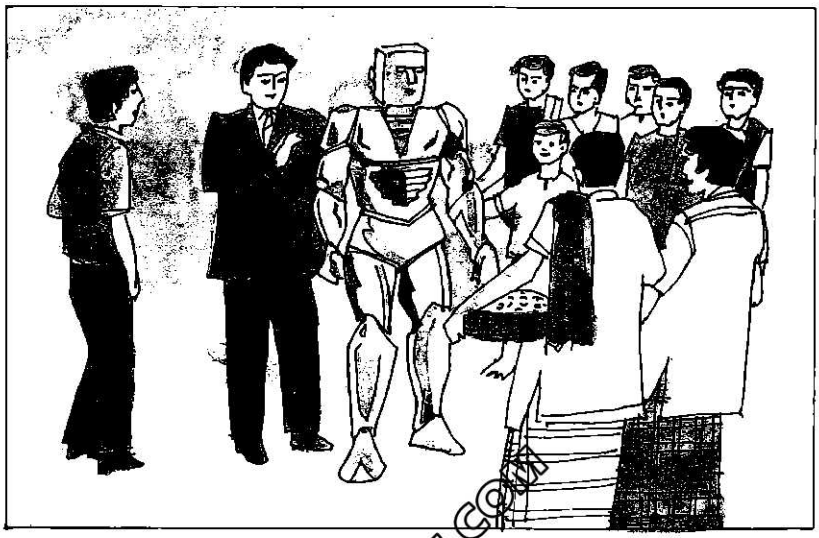

তখন রবোটটা এগিয়ে এসে বলল, "আমি খেতে পারি। আমাকে একটা নারকেল দাও। আমি খাব।"

ঝাকা মাথায় মানুষটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে রবোটকে একটা ঝুনা নারকেল দিল। রবোট নারকেলটা নিয়ে তার সবুজ চোখ দিয়ে দেখল, টাইটেনিয়ামের নাক দিয়ে শুঁকল তারপর বলল, "আমার আর ভুল হবে না। আমি বাইরের শাঁষটা খেয়ে ভিতরের বিচিটা ফেলে দিব।"

কথা শেষ করে রবোট নারকেলটাকে কামড়ে কামড়ে খেতে শুরু করল। ঝুনা নারকেল খুব শক্ত সেটা সহজে কামড়ে খাওয়া যায় না কিন্তু তবু রবোট হাল ছাড়ল না। নারকেলটাকে দুই হাতে ধরে সে কামড় দিয়ে যেতেই লাগল। সেই কামড়ে শেষ পর্যন্ত নারকেলের একটু ছোবড়া উঠে এল কিন্তু সাথে সাথে পুট পুট করে তার সিলিকনের দুইটা দাঁত ভেঙ্গে গেল। রবোটটা তবু হাল ছাড়ল না। সে তবু কামড় দিয়েই যেতে লাগল তখন পুট পুট ঘুট ঘুট করে অন্য সব দাঁতগুলিও ভেঙ্গে গেল।

রবোট তখন তার মাড়ি দিয়েই শক্ত নারকেলের ছোবড়া কামড় দিতে লাগল, কোন লাভ হল না সে তবুও চেষ্টা করে যেতে লাগল, তখন কড়াৎ করে তার আস্ত চেয়োলটাই ভেঙ্গে গেল। দেখে পল মর্গেন ভয় পেয়ে চিৎকার করে বললেন, "ও মাই গড।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল মর্গেনের চিৎকার শুনে রবোট আরো জোরে জোরে চেষ্টা করতে থাকে। দুই হাতে শক্ত ঝুনা নারকেলটা ধরে যখন তার ভাঙ্গা চোয়াল দিয়ে অনেক জোরে কামড় দিল তখন ঘটাং করে তার পুরো মাথাটাই ভেঙ্গে একেবারে আলাদা হয়ে গেল। সেই ভাঙ্গা মাথা দিয়ে ইলেকট্রিক তার আর নানারকম টিউব বের হয়ে এল। সেই ইলেকট্রিক তার শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে গলা দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল। রবোটটা কয়েক সেকেণ্ড দাড়িয়ে থেকে তাল হারিয়ে ধরাম করে নিচে পড়ে গেল।

সেটা দেখে পল মর্গেন তার মাথা চাপড়ে বললেন, "হায় হায়! আমি আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান সিংগাপুর ইহা রবোট নিয়া যাওয়া করিয়াছি, কোন দেশে বাস্তবিক পরিমাণ সমস্যা হয় নাই কিন্তু আজ আমার এই রবোট ধ্বংস হয়। ইহা রবোট আমি এখন কেমন করিয়া ঠিক করিব?"

ফজলু বলল, "আপনি কোন চিন্তা করবেন না সাহেব। আপনাকে আমি আমার টেম্পোতে করে ধোলাইখাল নিয়ে যাব। ধোলাইখালে তারা সবকিছু ঠিক করে দেবে।"

পল মর্গেন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "সত্য সত্য ইহা ঠিক হইবে?"

ফজলু বলল, "একশবার ঠিক হবে। আমাদের ধোলাইখালে সবকিছু ঠিক করে ফেলতে পারে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।"

সবাই তখন ধরাধরি করে রবোটটাকে টেম্পোর পিছনে তুলে দিল। ফজলু তখন পল মর্গেনকে ধেলোইখালে নিয়ে গেল। সেখানে রবোটটাকে ঠিক করে দেয়ার পর পল মর্গেন পরের প্লেনে তার রবোটকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন।

সেই রবোট এখন কথা বলতে পারে, গান গাইতে পারে, কাজ করতে পারে, গাড়ী চালাতে পারে এমন কী বন্দুক দিয়ে গুলিও করতে পারে।

কিন্তু তাকে খাবার দেওয়া হলে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়ে যায়—কোন কিছুই সে আর কখনো খেতে চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুলের পরীক্ষা

খাতার মাঝে মিতুল বড় বড় করে এ বি সি ডি লিখছে, তখন আপা বললেন, "সবাই আমার কথা শুনো।"

মিতুল এবং ক্লাশের সব বাচ্চা লেখা বন্ধ করে আপার দিকে তাকাল। আপা সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কালকে তোমাদের পরীক্ষা।"

মিতুলের পাশে বসে ছিল সাদিব, সে আপার কথা শুনে আঁতকে উঠে বলল, "পরীক্ষা?"

"হ্যাঁ। পরীক্ষা। কালকে তোমাদের পরীক্ষা।"

"না আপা না!" সাদিব হাত জোড় করে বলল, "পরীক্ষা না।"

সাদিবের দেখাদেখি মিলি, মিতুল, আদিবা সবাই চিৎকার করে বলল, "না, না, না, আমরা পরীক্ষা চাই না। চাই না।"

আপা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমরা এখন আর ছোট বেবী না। তোমরা এখন স্কুলে ভর্তি হয়েছ। স্কুল মানেই পড়াশোনা আর পড়াশোনা মানেই পরীক্ষা।"

সাদিব তবু চেষ্টা করল, বলল, "আমার পরীক্ষা ভাল লাগে না। পরীক্ষা চাই না আপা।"

আপা বললেন, "না চাইলেও পরীক্ষা দিতে হবে। কাল তোমাদের পরীক্ষা।"

মিতুল খুব দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে গেল, পরীক্ষা জিনিষটা কী সে জানে না। সবাই যেরকম চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে জিনিষটা তো ভাল হতে পারে না। জিনিষটা নিশ্চয়ই খারাপ, কিন্তু কত খারাপ? তার বয়স মাত্র সাড়ে চার, মাত্র সে স্কুলে আসতে শুরু করেছে। স্কুলের নিয়ম কানুন কিছুই সে জানে না। মনে হচ্ছে এখানে পরীক্ষা নামে একটা জিনিষ হয়, জিনিষটা কী রকম কে জানে। এটা কী ইনজেকশান দেওয়ার মতো জিনিষ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দাঁতের মাঝে যখন পোকা ধরে গেল তখন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে সেটা টেনে তুলতে হলো–এটা কী সেরকম কিছু ব্যাপার? নাকি এটা ঘরের মাঝে হয়, ঝড় তুফানের মতো কিছু? সবার কী এক সাথে হয় নাকি আলাদা আলাদা ভাবে হয়?

মিতুল একবার ভাবল সাদিবকে কিংবা মিলিকে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষাটা কী, কিন্তু তার লজ্জা করল, সবাই যদি হেসে উঠে? কাজেই মিতুল সারাটা দিন স্কুলে খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে কাটাল।

দুপুরে বাসায় আসতেই আম্মা মিতুলকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকে স্কুলে কী হয়েছে সোনামণি?"

মিতুল গম্ভীর হয়ে বলল, "আজকে কিছু হয় নাই। কিন্তু কালকে পরীক্ষা।"

আম্মা অবাক হয়ে বললেন, "ওমা! এই টুকুন মানুষের আবার পরীক্ষা!" তারপর আব্বাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনেছ কালকে আমাদের মিতুলের পরীক্ষা।"

আব্বাও চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওরে বাবা! পরীক্ষা?"

মিতুলের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল এবারে সেটাও দূর হয়ে গেল। পরীক্ষা জিনিষটা নিশ্চয়ই ভয়ংকর, তা না হলে তার আব্বা আম্মা এত ভয় পাবেন কেন? কিন্তু ঠিক কতটুকু ভয়ংকর? পরীক্ষাকে দেখে খুব কী ভয় করবে? পরীক্ষা কি কামড় দেবে? কামড় দিলে খুব কী ব্যথা করবে?

রাতে মিতুল ভাল করে ঘুমাতে পারল না–একটু পরে পরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যতক্ষণ ঘুমালো ততক্ষণ ভয়ংকর একটি স্বপ্ন দেখলো পরীক্ষার। লাল চোখ আর বড় বড় দাঁত নিয়ে ভয়ংকর একটা পরীক্ষা তাকে কামড় দিতে আসছে!

পরদিন মিতুল তার ছোট চেয়ারে ছোট ডেস্কের সামনে বসে আছে, ভয়ে তার বুক ধ্বক ধ্বক করছে না জানি কী হয়। আপা এসে ঢুকলেন, মিতুল ভাবল পরীক্ষার জন্যে হয়তো আরো অন্য মানুষ কিংবা কোন বড় যন্ত্র বা জন্তু জানোয়ার এসে ঢুকবে। কিছুই ঢুকল না। আপা পরীক্ষার কথা কিছুই বললেন না, সবাইকে একটা খাতা দিয়ে একটা করে কাগজ দিলেন। কাগজে অনেক কিছু লেখা আছে সেগুলো করতে হবে। কারো সাথে কথা বলা যাবে না, কারোটা দেখা যাবে না। মিতুল ক্লাসের সময় এমনিতেই কারো সাথে কথা বলে না, কারোটা দেখে না, কাজেই সে কাজ শুরু করে দিল। মনে হয় পরীক্ষা নামের সেই ভয়ংকর জিনিষটা আসার আগেই আপা তাদের একটু পড়ালেখা করিয়ে নিতে চান।

কাগজটাতে যা যা করতে বলেছে সব কিছু ভাল করে লিখে মিতুল আপাকে খাতাটা দিয়ে দিল। আপা খাতাটা খুলে এক পলক দেকে বললেন, "বাহ! কী সুন্দর সবকিছু লিখেছে আমাদের মিতুল সোনা!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপা সবার কাছ থেকে খাতা নিয়ে তাদের বাইরে গিয়ে খেলতে দিলেন। সবাই আনন্দে চিৎকার করতে করতে মাঠে ছোটাছুটি করতে লাগল, শুধু মিতুল চুপ করে বসে রইল। তার আজকে খেলতে ইচ্ছে করছে না—কখন পরীক্ষাটা হবে কে জানে? কেমন করে হবে? সে ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলবে না তো? খুব ব্যথা করলে সে মনে হয় হয় কেঁদেই ফেলবে তখন কী লজ্জা হবে!

আপা এক ক্লাশ রুম থেকে অন্য ক্লাশ রুমে যেতে যেতে হঠাৎ মিতুলকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে দাড়িয়ে গেলেন, বললেন, "কী হলো মিতুল? তুমি খেলতে যাবে না?"

মিতুল মাথা নাড়ল, "না আপা।"

"কেন যাবে না।"

মিতুল একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেলল, "আমার ভয় করছে আপা।"

আপা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ভয় করছে?"

"আজকে যে পরীক্ষা হবে সেই জন্যে ভয় করছে।" মিতুল কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "কখন হবে পরীক্ষা আপা? কেমন করে হবে? ব্যথা কী করবে?"

আপা চোখ বড় বড় করে মিতুলের দিকে তাকিয়ে থেকে খিল খিল করে হেসে ফেললেন, "পরীক্ষা তো হয়ে গেছে বোকা মেয়ে!"

"কখন হয়েছে?"

"ঐ যে ক্লাশে বসে বসে তুমি খাতায় এ বি সি ডি লিখেছ, অ আ লিখেছ, ওয়ান টু লিখেছ। সেটাই তো পরীক্ষা।"

"সেটাই পরীক্ষা?"

"হ্যাঁ।"

মিতুল কিছুক্ষণ আপার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "তাহলে সবাই পরীক্ষাকে এত ভয় পায় কেন?"

আপা চোখ বড় বড় করে বললেন, "আমি তো সেটা জানি না।"

মিতুল উঠে দাড়াল, বলল, "ইশ! আমি কী বোকা!"

আপা কাছে এসে মিতুলকে আদর করে বললেন, "কে বলেছে! তুমি বোকা! তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বুদ্ধিমান। যাও খেলো গিয়ে সবার সাথে।"

মিতুল বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছুটে গেল মাঠের মাঝে সবার সাথে খেলতে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

BDeBooks.com

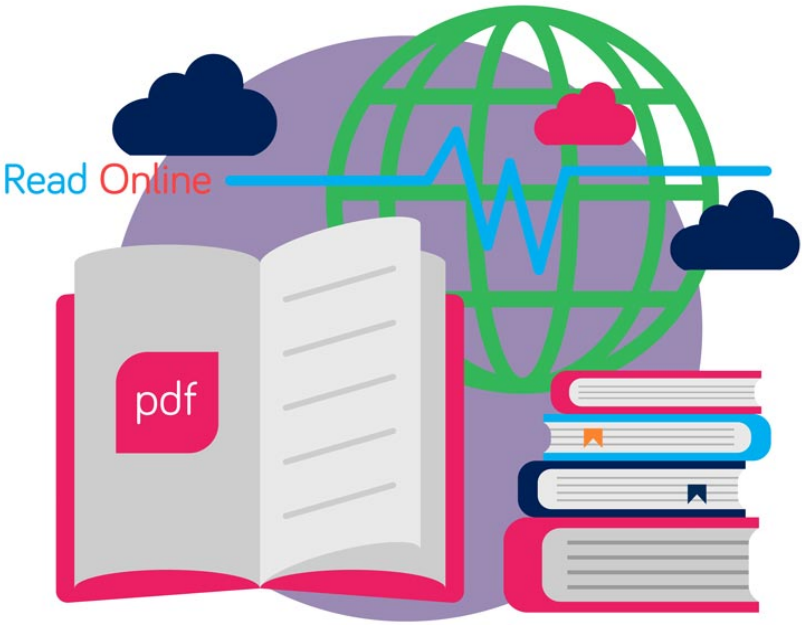

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com